Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – I, Issue-IV, published on October 2021, Page No. 1 –5
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 - 0848

কথাসাহিত্যিক দেবেশ রায়ের নির্বাচিত ছোটগল্পে বহুমাত্রিক জীবনের প্রতিরূপ : একটি পর্যালোচনা

সুবর্ণা সেন
গবেষক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : sensubarna4@gmail.com

Keyword

দেবেশ রায়, ছোটগল্পের অনন্য স্বকীয়তা, ছয়টি গল্প সমগ্র, পর্যায়গত বিশিষ্টতা, শোষণের নানাদিক, লেখকের অভিজ্ঞতা

Abstract

ছোটগল্প আধুনিক যুগজিজ্ঞাসার ফসল হওয়ার কারণে স্বাভাবিকভাবেই বাংলা ছোটগল্পের প্রথম জন্মলগ্ন থেকে এর পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক নানা কার্যক্রম স্বতন্ত্র শিল্পকলা রূপে একে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যে বিশেষত ছোটগল্পের ভুবনে শুধুমাত্র মনোরঞ্জনমূলক বিষয়ই নয় সেই সঙ্গে তৎকালীন আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের গতিধারাকে গ্রামীণ তথা নাগরিক জীবনের নানা মানদণ্ডে বিচার করে এর যথাযথ শিল্পীত রূপ প্রদর্শনের চেস্টা করা হয়েছে। দেবেশ রায় ছিলেন তেমনি এক ইতিবাচক সৃষ্টিশীল মানসিকতার অধিকারী লেখক। তাঁর জন্ম ১৯৩৬, ১৭ই ডিসেম্বর, বর্তমানে বাংলাদেশের পাবনা জেলার বাগমারা গ্রামে। পিতা ছিলেন ক্ষিতীশচন্দ্র রায়, মাতা অপর্ণা রায়। বাংলা ছোটগল্পের নির্মাণ শৈলীতে তিনি এক স্বতন্ত্র রীতির প্রবর্তন করেন। তাই তাঁর অনন্য ছোটগল্পের বিশ্বে যাদের পরিচয় আছে তারা ভালোভাবেই জানেন লেখক হিসেবে তাঁর রচনাশক্তির আভিজাত্যকে।

আলোচ্য প্রবন্ধ মধ্যে তাঁর গল্পসমগ্রের ছয়টি খণ্ডের বিভিন্ন সময়পর্বের কাহিনীগত বৈচিত্র্য, জীবনের বিভিন্ন পর্বে তাঁর মানসপ্রেক্ষাপট, বিশেষত সাত বছর বয়সে উত্তরবঙ্গে এসে এখানকার নানা শ্রেণির মানুষের জীবনসংগ্রামের বাস্তব সম্মত আর্তি লেখকের মর্মস্পর্শী লেখনীর গুণে যেভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে, প্রবন্ধে তারই সংক্ষিপ্ত স্বরূপকে তুলে ধরার চেস্টা করা হয়েছে। কথাসাহিত্যের উপকরণ নির্বাচন করতে গিয়ে তাঁর সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা তাকে প্রভূত সহায়তা করেছে। তাই পরিশেষে একথাই বলা যায় যে, তিস্তা নদী সংলগ্ন মানুষের প্রতি অসীম দরদপূর্ণ অনুভূতি, সংস্কৃতি মনস্কতা, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী দৃষ্টিভঙ্গী প্রভৃতির অভূতপূর্ব মেলবন্ধনে দেবেশ রায়ের সৃজনশীল ছোটগল্পগুলি ব্যাপক আলোচনা তথা জনপ্রিয়তার শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করেছে।

Discussion

বাংলা কথাসাহিত্যের এক বিপুল বৈচিত্র্যময় প্রেক্ষাপটে নিজস্ব স্বচ্ছন্দ ও সাহিত্যিক ক্ষেত্রের বাইরে বৃহত্তর সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের অনন্য মেলবন্ধন ও যুগ্মসত্তার আবহে, গভীর মর্মস্পর্শীতার সঙ্গে যিনি অসামান্য লেখনীর গুণে

বাংলা সাহিত্যকে বহুব্যাপ্ত আঙ্গিকে সমৃদ্ধ করেছেন তিনি হলেন দেবেশ রায়। সমালোচকের দৃষ্টিতে যিনি দূরপাল্লার নৌবহর। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দুই প্রান্তেই ক্রমান্বয়ে যার দৃষ্টি স্থিরীকৃত। যেখান থেকে তিনি অবলোকন করেছেন দেশ-কালের প্রকৃত স্বরূপ, উচ্চবিত্ত থেকে মৃত্তিকালালিত জীবন পরিক্রমা, করেছেন সমাজের ভণ্ড থেকে সৎ মানুষের মুখোশ টেনে প্রকৃত মুখের উন্মোচন, এমনকি যিনি ইতিহাস ও পুরাণের আলোড়নে মানব মনের গহন অভ্যন্তরের নানাবিধ দিক সমূহকে আবেগী মন্থনে উত্থিত করেছেন। তাই বাংলা সাহিত্য তাঁর মতো লেখকের সৃষ্টির আলোয় সততই সমুজ্জ্বল থেকেছে, যা তাকে কথাসাহিত্যিক রূপে স্বতন্ত্র মর্যাদার উওরাধিকারী করেছে একথা নিঃসংকোচে বলা যায়।

১৯৪৩ সালে পূর্ববাংলা থেকে চলে এসে তিনি তাঁর প্রাণের শহর জলপাইগুড়িতে সপরিবারে থাকতে শুরু করেন। যেখানকার নিস্তরঙ্গ জীবনযাপন, চাবাগান, তিস্তানদী, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য তাকে ভীষণ ভাবে আকৃষ্ট করায় জীবনের প্রথম পর্বের অধিকাংশ সময় তিনি এখানেই কাটান। কর্মজীবনে জলপাইগুড়ি আনন্দচন্দ্র কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। পরবর্তী জীবন কলকাতায় অতিবাহিত করলেও তাঁর হৃদয়ে উওরবঙ্গ, জলপাইগুড়ি শহর সারাজীবন গভীরভাবে ছায়াপাত করেছিল। পারিবারিক সাহিত্যিক পরিমণ্ডল বিশেষ করে পিতামহ উমেশচন্দ্র রায়, দাদা দীনেশ রায়ের সাহিত্য প্রতিভাই তাকে সাহিত্য জগতে অনুপ্রবেশের প্রেরণা জোগায়। ১৯৫৩ সালে 'নিশিগন্ধা' গল্প দিয়েই তাঁর সাহিত্য যাত্রার সূত্রপাত হয়। গল্পটি জলপাইগুড়ির 'জলার্ক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আন্তর্জাতিক বাঙালি সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর রচিত 'তিস্তা পারের বৃত্তান্ত' (১৯৮৮) উপন্যাসটির রচনা বাংলা সাহিত্যের নদীমাতৃক জীবনের বহু অনালোকিত দিকের উপর এমন সজাগ দৃষ্টি দিয়ে নির্মিত হয়েছে যা তাকে ১৯৯০ সালে সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার এনে দেয়। এছাড়াও তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে আছে 'যজাতি', 'মফস্বলি বৃত্তান্ত', 'সময় অসময়ের বৃত্তান্ত', 'লগন গান্ধার', 'সহ আত্মীয়ের বৃত্তান্ত', 'শিল্পায়নের প্রতিবেদন', 'দাঙ্গার প্রতিবেদন', 'খড়ার প্রতিবেদন', 'তিস্তাপুরাণ', 'আঙিনা', 'ইতিহাসের লোকজন', 'উচ্ছিন্ন উচ্চারণ', 'একটি ইচ্ছামৃত্যুর প্রতিবেদন' প্রভৃতি। প্রবন্ধ মধ্যে তাই কথাসাহিত্যিক দেবেশ রায়ের বিভিন্ন সৃষ্টির মধ্যে ছোটগল্পের বিপুল সমাহার থেকে নির্বাচিত কয়েকটি ছোটগল্পের অতল জীবন অন্বেষণকে বিশ্লেষণে রাখা হয়েছে।

স্বাধীনতা পরবর্তী কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী লেখক রূপে তিনি জলপাইগুড়ি জেলা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের রাজবংশী মানুষ, চা শ্রমিকদের কঠিন জীবন সংগ্রাম, অরণ্যচারী জীবজন্তুর প্রতি অকৃত্রিম আকর্ষণ সহ নদীমাতৃক জীবন চিত্রের বিবিধ প্রেক্ষাপটকে তাঁর ছোটগল্পের আবক্ষ মূর্তি নির্মাণের উপকরণ রূপে নির্বাচন করেছিলেন। খ্যাতনামা সাহিত্য পত্রে তাঁর সৃষ্টি সেভাবে মূল্যায়িত না হলেও তিনি সাহিত্যের প্রতি আন্তরিক প্রীতির কারণে নিশ্চুপ নিভৃতে তাঁর সৃষ্টিকে নব নব আঙ্গিকে নির্মাণ করে গেছেন। কাহিনীর পরিবর্তে তিনি জীবনের অনন্য ও বহুমাত্রিক জটিল বাস্তবতাকে তুলে ধরতে অধিক প্রয়াসী ছিলেন। তাঁর ছোটগল্পগুলির মধ্যে তৎকালীন রাজনৈতিক বীক্ষণ, অন্ত্যজ মানুষের জীবনজিজ্ঞাসার বাণীরূপ, ভাষা, পরিবেশ, চরিত্র স্থান লাভ করে নিয়েছে। এমনকি স্বাধীনতা পরবর্তী জীবনে নয়া অর্থনৈতিক মানদণ্ডের প্রতিস্থাপন, বিশ্বায়নের স্বতঃস্ফূর্ত প্রভাব সেসময়কার মানুষের জীবনকে নানা ভাবে প্রভাবিত করে। এসকল দিকগুলিই দেবেশ রায়ের ছোটগল্পে মূল নির্যাস রূপে কাজ করেছে।

ছোটগল্পের মধ্যে 'গল্পসমগ্র' তাঁর অন্যতম গল্পগ্রন্থ। এছাড়াও তাঁর চারটি গল্প সংকলনের মধ্যে আছে 'দেবেশ রায়ের গল্প' (১৯৬৯), 'দুইদশক' (১৯৮২), 'দেবেশ রায়ের ছোটগল্প' (১৯৮৮), 'স্মৃতি হীন বিস্মৃত হীন' (১৯৯১)। এই চারটি গন্থে চব্বিশটি গল্প স্থান পেয়েছে। এমনকি তাঁর বৃহত্তর গল্পের সমসাময়িক নানা প্রেক্ষাপট ও সময়চেতনাকে বিচার করে নির্মিত হয়েছে 'দেবেশ রায় গল্প সমগ্র'-এর 'ছয়টি খণ্ড'। প্রথম খণ্ডে ১৯৯৫-১৯৬১ সালের কালপর্বে রচিত। এই গল্পসমূহে স্থান পায় সেসময়কার সামাজিক পরিবর্তন, চারিদিকে প্রবাহিত নবজাগরণের উন্মুক্ত পরিবেশে বাহিত আধুনিকতার স্পর্শ সহ মানবদরদী নানা বৈচিত্র্যময় প্রতিবিম্ব। প্রথম পর্বের 'গল্পসমগ্র'-এর মধ্যে স্থান পেয়েছে 'হাড়কাটা',

'নাগিনীর উপমেয়', 'আহ্নিক গতি ও মাঝখানের দড়জা', 'দুপুর', 'শামুক', 'বত্রিশ আঙুলে', 'জলধর ব্যানার্জীর মৃত্যু', 'স্মৃতিজীবি', 'পা', 'কলকাতা ও গোপাল', 'কালরাতের বেলায়', 'অসুখ' প্রভৃতি গল্প।

তাঁর 'গল্পসমগ্র' দ্বিতীয় খণ্ডে ১৯৬২-১৯৬৭ সালের সময়পর্বের কাহিনী স্থানলাভ করেছে। সাংগঠনিক রাজনীতির অনিবার্যতায় দেশের মানুষের নিয়ত পরিবর্তনশীল দৈনন্দিন জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের কাহিনী, ১৯৬২ সালের ভারত ও চীনের ব্যাপক সংঘর্ষ, কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙে যাওয়া, বন্ধু দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানসিক স্বাস্থ্য অবক্ষয় জনিত প্রতিবেশ এই সময়ে রচিত গল্প সমূহ যেমন—'ক্ষয় ও তার প্রতিকার', 'নিরস্ত্রীকরণ কেন', 'উদ্বাস্তু', 'মৃত জংশন ও বিপজ্জনক ঘাট', 'দূর্ঘটনা ও তার প্রতিকার', 'মর্তের পা', 'কলকাতা', 'যুযুৎসু', 'দখল', 'তিন পুরুষের উপাখ্যান', 'অপভাবনা', 'একটি দলিল চিত্র', 'মিলন পিয়াসী', 'ধর্ণা', 'অনাসক্ত' প্রভৃতি কাহিনীর ভাববস্তু নির্মাণ করে জীবনের গভীর থেকে গভীরতর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক উত্তপ্ত পটভূমিতে দেবেশ রায়ের 'গল্পসমগ্র' তৃতীয় খণ্ডের রচনা। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে সর্বপ্রথম যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, বামপন্থীদের অদূরদর্শিতার কারণে যা ভেঙে গিয়ে ১৯৬৯ সালে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু রাজনৈতিক ভাবে তাদের আত্মকলহ, রাজনৈতিক ক্ষমতার মেরুকরণের ফলে তাদের অভ্যন্তরীণ কলহ ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে একপর্যায়ে জটিলতা সৃষ্টি করে। আর এই উত্তাল সামাজিক প্রেক্ষাপটে নির্মিত হয় 'কয়েদখানা', 'অনৈতিহাসিক', 'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে', 'রাখি পূর্ণিমার রাত', 'মানুষরতন', 'সাপের সঙ্গে সহবাস', 'জরিপ', 'রক্তের অসুখ', 'মূর্তির মানুষ' প্রভৃতি। 'গল্পসমগ্র' চতুর্থ খণ্ড অর্থাৎ ১৯৭৮-১৯৮৫ সালের সময়পর্বের কাহিনী নিয়ে নির্মিত হয়। এই সময় তিনি খুব বেশি গল্প লেখেননি। তাঁর 'বারোমাস', 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকায় সাংবাদিকতার কর্মজীবনে ব্যস্ততা, 'পরিচয়' ও 'কালান্তর' পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্তি, উপন্যাস রচনায় অধিক মনোযোগী হওয়ার কারণে ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা দেখা যায়। এই সময় পর্বে রচিত হয় 'উচ্ছেদের পর', 'জোতজমি', 'সাইক্লোনের চোখ', 'যৌবন বেলা', 'মানচিত্রের বাইরে', 'মুখের সত্যমিথ্যা', 'জন্মপ্রজন্ম' প্রভৃতি।

১৯৮৭-১৯৯৪ সালের সময়পর্বে রচিত হয় 'গল্পসমগ্র'-এর পঞ্চম খণ্ড। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীগত পরিবর্তন, উপন্যাস মনস্কতাকে তিনি এই পর্বের কাহিনীতে চিহ্নিত করেছেন। ১৯৯০-১৯৯৪ এর মধ্যে তিনি খুবই কম সংখ্যক গল্প রচনা করেন। এই সময়কার গল্পগুলির মধ্যে 'স্মৃতি হীন বিস্মৃতি হীন', 'স্বদেশ বিদেশ', 'বৃষ্টি বদল', 'স্বপ্ন জাগরণের ব্রত', 'এই উপকথার দুই আরম্ভ', 'জীবনানন্দের মুখ', 'ছেলেরা খেলা করে', 'আমিষ নিরামিষ', 'আত্মসচেতনতার ফাঁক ফোঁকর' প্রভৃতি। লেখক মনের সর্বাধিক আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির নিরিখে গল্পসমগ্র-এর সর্বশেষ খণ্ডটি তিনি ১৯৯৫-১৯৯৮ এর সময়কালে প্রকাশ করেন। যেখানে স্থান পায় 'বানিজ্য যাত্রারই এক ধরণ', 'স্বর্ণ দুর্গার উপাখ্যান', 'বাবা গীতালের শেষ যাত্রা', 'গান্ধারীর চোখ', 'শব্দ তত্ত্ব নিয়ে', 'উড়িয়াল' প্রভৃতি। যা আগত প্রজন্মের কাছে অন্যতম সাহিত্যিক উপকরণ রূপে সমাদৃত হয়েছে।

তাই জীবনের বিভিন্ন সময়কালে রচিত ছোটগল্প গুলি যেন তাঁর সমগ্র জীবন অভিজ্ঞতার ফসল হয়ে বিরাজিত হয়েছে। এই কাহিনী গুলির মধ্যে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনবোধ, সমাজের সর্বস্তরের জনগণ বিশেষ করে অন্ত্যজ শ্রেণির জীবনসংগ্রাম, তাদের পারিবারিক, দাম্পত্য সম্পর্কের নানা অভিঘাত, প্রেমহীনতা, কাম, ক্রোধ, লোভ-লালসা, ধর্মীয় জীবন, শঠতা, প্রবঞ্চনা, ভণ্ডামি প্রভৃতি নানা ঘাত-প্রতিঘাতের জোয়ার সমৃদ্ধ হয়ে কাহিনীর নানা অভিমুখকে গতিময়তা প্রদান করেছেন। এমনই একটি কাহিনী হল 'দূর্ঘটনা ও তার প্রতিকার' গল্পে তিনি অন্ত্যজ ডোম জীবনের দৃশ্যপটে আদীবাসী কৃষক আকালুর ট্রেন দূর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে লেখক জীবনের একপ্রকার অস্তিত্বহীন, নির্মম সমাজের আর্তচিৎকারকে কয়েকটি জিজ্ঞাসায় তুলে ধরেছেন। তেমনি 'অসংরক্ষণ' গল্পেও উওর বাংলার মেধাবী কিশোর রামসাই বসুমাতারির দৃষ্টিতে লেখক সমগ্র দেশের বিপুল বিস্তার, বৈচিত্র্যের বিবিধ দিকের পরিচয়, ভারতবর্ষের

প্রান্তীয় জনসাধারণের সুষ্ঠু ভবিষ্যতে আত্মপ্রতিষ্ঠার আস্বাসে কাহিনীর ইতিরেখা ঘোষিত করে পাঠক চিত্তকে নব দৃষ্টির আলোকে নতুন ভাবে ভাবিয়েছেন।

জীবন জিজ্ঞাসার অনন্য প্রতিফলন স্বরূপ 'মৃত জংশন ও বিপজ্জনক ঘাট' গল্পটিও এক্ষেত্রে অন্যতম বিশ্লেষণের দাবি রাখে। প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জনজাতিকে অত্যন্ত কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করে লেখক গল্পটি রচনা করেন। এখানে জলপাইগুড়ি আসার জন্য একমাত্র জলপথ বার্নেশ ঘাট দিয়ে ধুপগুড়ি, চ্যাংড়াবান্ধা, মেখলীগঞ্জ, লাটাগুড়ির অধিবাসীরা বহু কষ্টে সংযোগসাধন ও দৈনন্দিন জীবন জীবিকা নির্বাহ করে সংসারের প্রয়োজন মেটান। রাজবংশী আদিবাসী ভাদুই এর মতো ছেলের মধ্য দিয়ে লেখক কঠিন জীবনের আত্মরক্ষার নানা সংগ্রামশীল পটচিত্রকে নানা দৃশ্যের সমাহারে এভাবেই তুলে ধরেছেন। লেখক এখানে দেখিয়েছেন জীবনধারণের তাগিদে এখানে নিয়ত পরিবর্তনশীল জীবন-জীবিকার ক্রমপরিবর্তনের ধারাপ্রবাহকে। যাদের প্রতিনিধি রূপে ভাদুই তাই বিভিন্ন সময়ে চুক্তিবদ্ধ হয়ে প্রবল কষ্টে অন্নসংস্থান করে। গল্পে রাবণ ও উভার সিং নামক দুটি নৌকার মাঝিদের জীবন পরিক্রমা ও প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবও বিশেষ লক্ষ্যণীয়। তিস্তা নদীতে লোক পারাপারের মধ্য দিয়ে যারা প্রবল লড়াই করে অর্থনৈতিক মানদণ্ডের সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলে। গল্পের চরিত্রেরা যেন তারই প্রতিনিধি।

'রাখি পূর্ণিমার রাত' গল্পে রথু লোহারের মধ্য দিয়ে লেখক সংগ্রামশীল, সৎ, পরিশ্রম, সহজ-সরল একটি প্রতিমূর্তি নির্মাণ করে পাঠকের সন্নিকটে উপস্থিত করেছেন। কৃষি জমি রক্ষার্থে যার প্রাণত্যাগ, রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে জড়িয়ে যাওয়া কাহিনীতে ভিন্ন স্বাদের উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। বুধারুর খুনের জন্য মিথ্যে ভাবে তাকে ফাঁসানো হলে সে রাখিপূর্ণিমার দিন ঝাণ্ডার কাপড় হাতে বেধে আকণ্ঠ মদ্যপ অবস্থায় তিস্তার জলে তলিয়ে যাওয়ার দৃশ্যপটের মধ্য দিয়ে লেখক সমাজের বুকে পর্যদুস্ত সৎ মানুষের অস্তিত্বের সংকটকে মর্মান্তিক পটচিত্রে চিহ্নিত করেছেন। 'অনৈতিহাসিক' গল্পের ভাসিন্দীর, 'হাড়কাটা' গল্পের নানকু কাহার দুটি চরিত্রের মধ্যেও লেখক সহজ-সরল জীবন চর্যার মাঝেই যে প্রকৃত সুখের অস্তিত্ব বিদ্যমান সেই দিককে ইঙ্গিতায়িত করেছেন। তাই লেখক দেবেশ রায় স্বীয় অভিজ্ঞতার তুলিতে গল্পগুলির মধ্যে জীবন ঋদ্ধ যে চিত্রাঙ্কন করেছেন তাতে তিস্তা সংলগ্ন মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম যেমন জীবন্ত হয়েছে, তেমনি লেখক সাধারণ মানুষের প্রবৃত্তিগত নানা বৈশিষ্ট্যকে জীবন্ত করেছেন।

সমাজবাস্তবতা, চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিকতার পাশাপাশি দেবেশ রায় রহস্যাবৃত কাহিনী নির্মাণেও স্বকীয়তা দেখিয়েছেন। যেমন— 'নিরস্ত্রীকরণ কেন' গল্পটি একটি উৎকণ্ঠিত আবহে ট্রেনের একটি কামড়াতে কয়েকটি চরিত্রের উপস্থিতি ও ক্রমপর্যায়ে ঘটে যাওয়া নানা রহস্যাবৃত ঘটনা কাহিনীর রোমাঞ্চকে কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে পাঠককে কৌতুহলী করেছে। লেখক খানিকটা রহস্যের বাতাবরণেই বলেছেন— ঘন্টার পর ঘন্টা অন্ধকারে থেকে যারা একটা বড় গাড়ির সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে পথে বেরিয়েছিল। তারা আত্মরক্ষার আরাম ও স্বস্তি এবং হত্যাকারীর বিষাদ ও গ্লানিতে আরো এক মানুষ হয়ে গন্তব্যে পৌছেছিল। কিন্তু মানুষগুলি বদলে যাওয়ায় গন্তব্য ও আর স্থির থাকেনি।

লেখকের 'মর্তের পা' নামক আরো একটি কাহিনীতে তিনি পৌরাণিক পরিমণ্ডলে জয়া-বিজয়া, পার্বতী, নন্দী, ভৃঙ্গী, শিব, চিত্রগুপ্ত, ইন্দ্রদেব ও যমদূতের মতো বহু চরিত্রের চিত্রশালায় মার্জিত উপস্থাপনা ও বাস্তবগ্রাহ্য পটভূমিতে তুলে ধরে চিহ্নিত করেছেন ভারতবর্ষের শোষিত সমাজ, বুর্জোয়া আধিপত্য, সমাজের সর্বস্তরে চলতে থাকা বিদ্রোহের বার্তামূলক আর্তনাদকে। তাঁর বিরচিত 'উদ্বাস্তু', 'কলকাতা' গল্প দুটিতেও নাগরিক জীবনের প্রতিস্পর্ধী উচ্চাকাঙ্ক্ষার বীজ উপ্ত হতে দেখা যায়। 'যুযুৎসু' গল্পের কাহিনীতে নায়ক মণীন্দ্রের আপাত শান্ত রূপের অন্তরালে লেখক লড়াইয়ের বীজকে সচেতনভাবে উন্মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। মণীন্দ্রের আত্মনির্ভরতা, জীবন প্রবাহের নানা ছত্রে বইতে থাকা শীতল যুদ্ধের মনস্কতা এখানে স্পর্শকাতর ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এমনকি তাঁর 'দখল', 'ক্ষুধায় জন্ম-মৃত্যু' গল্পদুটির মধ্যেও উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি পার্শ্ববর্তী পাহাড়পুর, রংধামালি, ধূপগুড়ি ঔপনিবেশিক শোষণের শিকারে সাধারণ বাস্তুহারা

মানুষের জীবন সংগ্রামের চিত্রপটে ক্ষমতাশালী মানুষের দরিদ্রের মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়ার প্রবঞ্চনা, চারিদিকে বিভৎস ক্ষুধার চিত্র, মৃত্যু, হাহাকারের প্রতিধ্বনিতে মুখরিত দৃশ্য প্রাসঙ্গিক ভাবে প্রতিভাত হয়েছে।

তাই পরিশেষে একথাই বলা যায় যে, দেবেশ রায় বর্তমান শতাব্দীর এক ব্যতিক্রমী কথাশিল্পী রূপে বাংলা সাহিত্যে ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করেছেন। বাংলা ভাষা ও কথাসাহিত্যে বহু মৌলিক সৃষ্টির বীজ, ঔপনিবেশিক সমাজ ও কর্মজীবনে বিশেষত সাংবাদিকতার সূত্র ধরে গভীর জীবন তৃষ্ণা, তাঁর নিজস্ব প্রতিভা ও আত্মজিজ্ঞাসা অনুসন্ধানের বিষয় রূপে পরিগণিত হয়েছে। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় বিশেষত শৈশব, কর্মজীবন উত্তরবঙ্গ অধ্যুষিত স্থানে অতিবাহিত হওয়ার কারণে স্বভাবতই এখানকার নির্বিবাদী সহজ সরল নদীমাতৃক মানুষকে তিনি অত্যন্ত কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। ফলে তাঁর দৃষ্টির নিস্পৃহতা ও মানবিক আবেদনে কাহিনীগুলি যে জীবন সমৃদ্ধ ও বাস্তবমৃত্তিকার নরম শীতল স্পর্শ পেয়েছে তাতেই সেগুলি হয়ে উঠেছে চরিত্র, কাহিনী, ভাষাগত বিনির্মাণে সুসংবদ্ধ। যা কথাসাহিত্যিক হিসেবে দেবেশ রায়ের মতো শিল্পীকে প্রভূত খ্যাতির শিখরে উন্নীত করেছে।

আকর গ্রন্থ :

১। রায়, দেবেশ : 'দেবেশ রায় গল্পসমগ্র-১ম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৯৯, এপ্রিল ১৯৯২, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০০

২। রায়, দেবেশ : 'দেবেশ রায় গল্পসমগ্র-২য় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : রাখি পূর্ণিমা, শ্রাবণ ১৩৯৯, আগষ্ট ১৯৯২, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৪

৩। রায়, দেবেশ : 'দেবেশ রায় গল্পসমগ্র-৩য় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৪০০, জুলাই ১৯৯৩

৪। রায়, দেবেশ : 'দেবেশ রায় গল্পসমগ্র-৪র্থ খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৪০১, এপ্রিল ১৯৯৪

৫। রায়, দেবেশ : 'দেবেশ রায় গল্পসমগ্র-৫ম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৯৫

৬। রায়, দেবেশ : 'দেবেশ রায় গল্পসমগ্র-৬ষ্ঠ খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৪০৭, এপ্রিল ২০০০

সহায়ক গ্রন্থ :

১। চট্টোপাধ্যায়, সত্যচরণ : 'বাংলা ছোটগল্পের ক্রমবিকাশ', প্রজ্ঞা বিকাশ, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা০৯, প্রথম প্রকাশ : ২৬শে জুন ১৯৯৮, ১১ই আষাঢ়, ১৪০৫, তৃতীয় সংস্করণ : ১৪ই এপ্রিল, ২০১২, ১লা বৈশাখ ১৪১৯

২। দত্ত, বীরেন্দ্র : 'বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ'-'দ্বিতীয় খন্ড', পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৮৫, ষষ্ঠ সংস্করণ : জানুয়ারী ২০০৯ [পরিমার্যিত ওপরবর্ধিত]

৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার : 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, সপ্তম সংস্করণ : ১৯৮৪, পুনর্মুদ্রণ : ২০০৯-২০১০